তূর্যের দীক্ষা

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

ঘর ভর্তি অজস্র বই। বইয়ের সাগরে ডুবে থাকেন শামসু ভাই। এখানে এলে ওর খুব ভাল লাগে। কত কি জানার আছে এ পৃথিবীতে। শামসু ভাই জ্ঞানী মানুষ। তার কথা শুনতে ভাল লাগে। এই এখন যেমন ওরা চার পাঁচ জন বসে শামসু ভাইয়ের কথা শুনছে মন্ত্রমুগ্ধের মত। একজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে,'ধর্মের সাথে আমাদের বিরোধ কোথায়?' খুব সরল প্রশ্ন। এ প্রশ্নটি তূর্যের মনেও মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। শামসু ভাই মৃদু হেসে জবাব দেন,'সত্যিকার অর্থে কোন বিরোধ নাই। যে যার ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে জীবন জাপন করুক আমাদের তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তোমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ তাহলে দেখবে যুগে যুগে ধর্ম মানুষকে শোষণ করেছে। ধর্মের বাণী মহান হলেও পুরোহিত, পাদ্রী আর মোল্লারা শাসক আর রাজা বাদশার ছত্রছায়ায় থেকে সাধারণ মানুষকে করেছে বঞ্চিত। তারা বলেছে, দরিদ্র থাকো, দরিদ্রদের ঈশ্বর ভালবাসেন। পৃথিবীতে কষ্ট কর তাহলে পরজনমে সোনার মহল পাবে, হুরপরী পাবে। আর রাজা মহারাজাদের আশ্রয়ে এই সব মোল্লা পুরোহিতরা মিঠাই মন্ডা খেয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে।' একটু থেমে শামসু ভাই আবার শুরু করলেন,' সাম্যবাদ, মানবতাবাদের মূলসূত্র বাস্তবায়িত করতে হলে রাষ্ট্র কাঠামো হতে হবে সমাজতান্ত্রিক। ধনী গরীবের ভেদাভেদ যেখানে থাকবেনা। যেখানে থাকবেনা শাসক বুর্জোয়াদের অনাচার আর ভোগ দখল। - তোমরা সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হবে এবং যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন মনে রাখবে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া কোন দিন কোন দেশ বা জাতি উন্নত হতে পারেনা।'

একে একে সবাই ঘর ছেড়ে চলে যায়। শুধু তূর্য বসে থাকে। শামসু ভাই বলেন,'কিছু বলবে?'
'হ্যাঁ শামসু ভাই-'
'বল -'
'আমাদের যে মূল মন্ত্র তা শুধু গুটিকতক মানুষ জানলে তো চলবেনা। মফস্বল আর গ্রামের সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে হবে।'
'একদম খাঁটি কথা বলেছো তূর্য'
'শামসু ভাই, আমার পরীক্ষা শেষ, আমি ঠিক করেছি আর দশ জনের মত চাকরি খুঁজবোনা- চাকর হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমরা পারিবারিকভাবে মোটামুটি স্বচ্ছল।' একটু থামে তূর্য।
'তুমি কি গ্রামে চলে যেতে চাচ্ছো?'
'জ্বী - সেখানেই চলবে আমার রাজনৈতিক তৎপরতা।'
শামসু ভাই মুগ্ধ চোখে তূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নদীর পারে বহু পুরনো দিনের ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। চালক বৃদ্ধ কাশেম মিয়া মাথা নুইয়ে তূর্যকে সালাম জানায়। তূর্য মৃদু হাসে, কেমন আছো

কাশেম মিয়া?' কাশেম মিয়া ঘাড় নেড়ে বলে, ভালো আছি হুজুর।' তূর্য মনে মনে হাসে। এখনও সেই সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থার মত হুজুর বলে সম্বোধন করছে কাশেম মিয়া। মাল পত্র গাড়িতে তোলার জন্য হাত বাড়ায় তূর্য। কাশেম মিয়া হাঁ হাঁ করে উঠে,' করেন কি হুজুর- -'। বলে নিজেই সুটকেস হাতে তুলে নেয় কাশেম মিয়া।

চৌধুরী বাড়ির সামনে এসে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়ায়। তূর্যের বড় ও ছোট চাচা বের হয়ে আসেন। পায়ে হাত দিয়ে সালাম দেয় তূর্য। উনারা আশীর্বাদ করেন। বাড়ির ভেতরে গিয়ে দুই চাচীর সাথে দেখা করেন। দাদীর ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে বীথি ডেকে উঠে , 'দাদী এখন ঘুমাচ্ছে'। বীথি বড় চাচার মেয়ে, কলেজে পড়ে। শীর্ণকায়া। ঠান্ডা লাগার ধাত আছে। সারা বছর গলায় মাফলার পেঁচানো থাকে। এখনো তাই। তূর্য ওর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বলে,'তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'
'আমার খোঁজ করেছ তুমি?' ওর কন্ঠে অভিমান।
'তাইতো ভুলেই গিয়েছিলাম এ বাড়িতে বীথি চৌধুরী নামে একজন বিশিষ্ট মহিলা আছেন।'
'ফাজলামো করবেনা যাও - কেমন আছো তুমি?' কাছে এগিয়ে আসে বীথি,'তোমার সেই উনার খবর কি? পারমিতা ওরফে পারু-'
মুখের হসিটা মুছে যায় তূর্যের। সেখানে এখন বেদনার ছায়া। বীথি আরও কাছে এগিয়ে আসে,'কি হয়েছে দাদা?' ওর কন্ঠে উদ্বেগ।
কিছু না বলে নীরবে মাথা নাড়ে তূর্য।
'এনিথিং রং দাদা?'
'পারমিতার বিয়ে হয়ে গেছে-' এক নিঃশ্বাসে বলে তূর্য।
বেদনার ছায়া বীথিকেও স্পর্শ করে। সে তূর্যের কাঁধে মৃদু চাপ দেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বৈঠক খানার বিশাল ঘরটাতে তূর্যের মুখোমুখি বসে আছেন ওর দুই চাচা। বড় চাচা কথা শুরু করেন,'তূর্য, তোমার বাবা মা মারা যাওয়ার পর আমরাই তোমাকে লালন পালন করেছি নিজেদের সন্তানের মত। এখন তুমি বড় হয়েছো, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছো - - শুনলাম তুমি রাজনীতি করছো - ' ছোট চাচা যোগ দেন ,'কথাটা কি সত্যি?'
'হ্যাঁ' তূর্য উত্তর দেয়।
'এবং সেটা কি বাম রাজনীতি?' ছোট চাচা প্রশ্ন করেন।
নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে তূর্য।
ছোট চাচা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, 'দেখ আমাদের বংশে কেউ রাজনীতি করেনি, সম্ভবতঃ তুমিই প্রথম।'
বড় চাচা আবার শুরু করেন,'সে যাক্‌গে। আমরা তোমার বাবার সম্পদ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাই।'
তুর্য ধীরে ধীরে বলে, 'আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমার বাবার ভাগের জমা জমি গুলো আমাকে বুঝিয়ে দিলে আমি উপকৃত হতাম। আমার কিছু পরিকল্পনা আছে সে সব নিয়ে।'
'জানতে পারি কি, কি তোমার পরিকল্পনা?'
' আমি একটা সমবায় সমিতি করতে চাই - যে সব গরীব কৃষকদের জমি নাই তাদের নিয়ে - যৌথ খামার।'
দুই চাচা বিস্মিত হয়ে তূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ছোট চাচা উঠে দাঁড়ান, 'আমি উঠলাম, আমার একটু কাজ আছে।'
বড় চাচা বলেন,'ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছা।'

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ০২/০৫/২০০৮